আমরা স্বাবলম্বী হব
সকলে কর দেব

রাজস্ব সম্মেলন ২০২৩

৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ২২-২৩ মাঘ ১৪২৯

National Board of Revenue
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশনায় : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক ঢাকায় দুই দিনব্যাপী 'রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩' আয়োজনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঢাকার আগারগাঁওয়ে নবনির্মিত রাজস্ব ভবনের উদ্বোধন আমাদের অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন।

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে রাজস্ব বোর্ডের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের বাজেটের বড় অংশের যোগানদাতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। অবকাঠামোগত বিভিন্ন মেগাপ্রকল্পসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থের যোগান অতীব জরুরি। এ লক্ষ্যে এনবিআরকে কর আদায়ের ক্ষেত্র বাড়াতে হবে এবং দায়িত্ব পালনে আরো দক্ষ হতে হবে। এজন্য দরকার কর্মীবান্ধব পরিবেশ। এনবিআর আওতাধীন আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের জন্য নির্মিত নতুন ভবন কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং বিভাগসমূহের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ সহজতর করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি আশা করি রাজস্ব সম্মেলনে কর কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, করদাতাগণ প্রয়োজনীয় তথ্য ও কর সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কিত তথ্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে একটি করবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। রাজস্ব আহরণের চলমান গতিধারাকে আরও বেগবান করতে আমি সম্মানিত করদাতা, ব্যবসায়ী এবং ভোক্তাসাধারণসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণকে আইনানুযায়ী রাজস্ব প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩' ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ০৫ ও ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ দুই দিনব্যাপী রাজস্ব সম্মেলন ২০২৩ এবং রাজস্ব বোর্ডের নবনির্মিত নিজস্ব ভবন উদ্বোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সম্মানিত করদাতা, ব্যবসায়ী সমাজসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

ইতোমধ্যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে আমরা বদ্ধপরিকর। দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক রাজস্ব আহরণ করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে একটি আধুনিক রাজস্ব কাঠামো এবং বাণিজ্য সহায়ক রাজস্ব নীতি অনুসরণের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সকলের সহযোগিতা নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য দেশের সকল মানুষের কল্যাণ সাধন ও জনগণের জীবন মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা। মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবার ফলে আমাদের বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাসহ এসডিজির লক্ষ্যসমূহ পূরণকল্পে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ রাজস্বের কোন বিকল্প নেই। এই অভ্যন্তরীণ রাজস্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে এবং সে লক্ষ্যে কাস্টমস, মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর বিভাগে নানামুখী সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের রাজস্বের সিংহভাগ যোগানদাতা এবং এই সম্মেলনের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমুখী পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজস্ব আহরণের নতুন কর্মকৌশল বেরিয়ে আসবে। নতুন ভবনে স্থানান্তরের ফলে রাজস্ব আহরণ মনিটরিং সহজ হবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন বেশ কিছু দপ্তর এ ভবনে স্থানান্তরের মাধ্যমে জনগণ One Stop Service এর সুফল পাবে।

রাজস্ব সম্মেলনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি আশা করছি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল স্তরের রাজস্ব কর্মীগণ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণে নিরলস ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ধারা অব্যাহত রাখবেন এবং একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবদান রাখবেন।

রাজস্ব সম্মেলন ২০২৩ সফল হোক, সুন্দর হোক এ প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রাজস্ব আহরণের কাজে নিয়োজিত রাজস্ব কর্মীদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার প্রত্যয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর উদ্যোগে ০৫ ও ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ দুই দিনব্যাপী রাজস্ব সম্মেলন ২০২৩ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রথমবারের মতো রাজস্ব সম্মেলনকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ব্যাপকভাবে উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত। পাশাপাশি এ সম্মেলনের মাধ্যমে রাজস্ব সৈনিকগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনা পেয়ে রাজস্ব আহরণের কাজে অধিকতর মনোনিবেশ করার সুযোগ পাবেন। একইসময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত রাজস্ব ভবনের শুভ উদ্বোধন করবেন, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় একটি দক্ষ, গতিশীল ও সুসংহত রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৭৬ (The National Board of Revenue Order, 1972) এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আহরণের লক্ষ্যে শুল্ক, ভ্যাট ও আয়কর সংক্রান্ত আইন ও নীতি প্রণয়নসহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের আওতা ও পরিধি সম্প্রসারণে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্ব অর্থনীতির ক্রান্তিকালেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারায় প্রত্যাবর্তন করেছে। কোভিড-১৯ অতিমারীর সময়ে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি কমলেও দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধিতে আছে। চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য আমরা নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আধুনিকায়ন কার্যক্রমের চলমান ধারা বজায় রাখতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নানামুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বন্ড অটোমেশন, অনলাইন ভ্যাট নিবন্ধন, ভ্যাট রিটার্ন দাখিল, অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ডে শুল্কায়ন, কাস্টমস ও ভ্যাটে ই-পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু, অনলাইনে ভ্যাট আহরণে ই-এফডি মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। অনলাইন কানেকটিভিটি বৃদ্ধির জন্য বিআরটিএ, সঞ্চয় অধিদপ্তর, বিদ্যুৎ বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, আইভাস সিস্টেমসহ বিভিন্ন ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি সই করা হয়েছে। এছাড়া অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল, ই-টিডিএস সিস্টেম চালু, অনলাইনে কর পরিশোধে এ-চালান পদ্ধতি অনুসরণ, সকল আয়কর, কাস্টম হাউস, ভ্যাট কমিশনারেটে ওয়েবসাইট, সোস্যাল মিডিয়া বিশেষ করে ফেসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে। ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রাজস্ব সম্মেলনের মাধ্যমে আমাদেরকে ভবিষ্যতের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এর স্বপ্নের ধারাবাহিকতায় একটি স্মার্ট এনবিআর গড়ার নিমিত্তে সকলকে দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে।

আমি মনে করি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আয়কর, ভ্যাট ও আমদানি শুল্ককরের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ নয়। দেশের অর্থনীতির সমৃদ্ধি, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি শিল্প বহুমুখীকরণ, পশ্চাৎপদ শিল্পের প্রণোদনা প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ, রাজস্ব ফাঁকি ও অর্থপাচার রোধ প্রভৃতি বিষয়াদিও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাজের অপরিহার্য অংশ। সে লক্ষ্যে আমাদেরকে আরো বেশি দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে স্ব স্ব অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

আমি 'রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। পাশাপাশি রাজস্ব সম্মেলন আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)

রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩

১.০ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নির্দেশনায় একটি দক্ষ ও গতিশীল রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির ৭৬ নং আদেশের মাধ্যমে ১৯৭২ সনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের প্রয়োজনীয় রাজস্ব আহরণ করে সরকারের ব্যয় নির্বাহের পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্নভাবে দেশের বৃহৎ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিয়ে চলেছে। সরকারের রাজস্ব আহরণের শতকরা ৮৬ ভাগ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত হয়।

২.০ জাতীয় বাজেটের আকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের সময়ে প্রায় ৭ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় বাজেটের আকারের এই বৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান জাতীয় সমৃদ্ধির প্রমাণ। জাতীয় বাজেটের আকার বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এনবিআর এর রাজস্ব আদায়ের পরিমান ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। যা গত ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী সময়ে এনবিআর এর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধির গড় ছিল ১২.৮২%। কোভিড-১৯ এর কারণে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হলেও বিগত দুই বছরে রাজস্ব আদায়ে গড় প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৭.৬৯%।

৩.০ রাজস্ব ব্যবস্থার বিবর্তন:

৩.১ আয়কর: ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বনির্ভর দেশ গঠনে কর আদায়ে গুরুত্ব প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পৃথক আয়কর অনুবিভাগ সংস্থাপন করেন। ২০০৭ সালে কর প্রদান সহজ ও ব্যক্তি করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল প্রবর্তন করা হয়। ২০১১ সালে সরকারী চাকুরীজীবিদের আয়কর রিটার্ন এর সাথে প্রযোজ্য কর নিজস্ব আয় হতে প্রদানের আইন প্রবর্তন করা হয় এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির জন্য আয়কর অনুবিভাগের সম্প্রসারণ করা হয়। ২০১৫ সালে ১৬,০০০/- টাকা মূল বেতনধারী সকল বেতনভোগীদের রিটার্ন প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়। ২০২০ সালে ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় ও ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সম্পদ এরূপ করদাতাদের জন্য এক পাতার সহজ রিটার্ন ফরম প্রণয়ন করা হয়। ২০২২ সালে করনেট সম্প্রসারণে ৩৮ টি সেবা গ্রহণের বিপরীতে রিটার্ন প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০২০ সাল হতে কর্পোরেট করহার কমিয়ে ব্যবসাবান্ধব করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে বিগত ৩ অর্থ বছরে ২.৫% হারে হ্রাস করে ৩৫% থেকে ২৭.৫% করা হয়েছে।

৩.২ মূল্য সংযোজন কর (মূসক): ১ জুলাই ১৯৯১ খ্রি. তারিখে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ কার্যকর করার মাধ্যমে বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে মূসক খাত হতে আদায় ছিল ১৮৯৪.৮৮ কোটি টাকা যা এনবিআর এর মোট আদায়কৃত রাজস্বের ২৬%। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূসক আদায়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাত হতে মোট আদায়ের ৩৬% অর্জিত হয়। ১ জুলাই ২০১৯ খ্রি. তারিখে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২, কার্যকরের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি আধুনিক ও অনলাইন ভিত্তিক মূসক ব্যবস্থায় প্রবেশ করে। ২০১৯ সালে মূসক আদায়ে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং সহজে মূসক প্রদান ব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে VAT Online প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০২০ সালে খুচরা ব্যবসা পর্যায়ে মূসক আদায় বৃদ্ধিতে ইলেক্ট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস (ইএফডি) মেশিন স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০২২ সালে ইএফডি এর ব্যবহার বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে যথাযথ মূসক আদায়ের লক্ষ্যে অংশীজনদের নিয়োগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩.৩ কাস্টমস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে আমদানি ও রপ্তানী পর্যায়ে শুল্ক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে শুল্ক হতে আদায়ের পরিমাণ ছিল ৯০.৯৫ কোটি টাকা যা এনবিআর আদায়ের ৫৫%। তবে আমদানি-রপ্তানী শুল্ক হতে আদায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও মোট রাজস্ব আদায়ে এ খাতের অবদান ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আদায়ের এ খাতের অবদান ছিল ২৯.৬৫%। যা অভ্যন্তরীণ খাত হতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির সরকারের পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিগত পাঁচ বছরে কাঁচামাল আমদানি উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে কাঁচামাল আমদানির পরিমান ছিল ১৯ লক্ষ ৫৮ হাজার মে.টন যা ২০২০-২০২১ এ প্রায় ৭ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ মে.টনে দাঁড়ায়। ভোগ্যপণ্য আমদানির স্থিতাবস্থা ও কাঁচামাল আমদানির প্রবৃদ্ধি একই সাথে স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার নিশ্চিত করে।

৪.০ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্য:

এসডিজি-২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়ন ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করেছে:

- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে সরকারের ব্যয় ও উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান;
- ২০৩১ সালে রাজস্ব আয়ে প্রত্যক্ষ করের অবদান ৪২ শতাংশে উন্নীতকরণ;
- ২০৪১ সালে রাজস্ব আয়ে প্রত্যক্ষ করের অবদান ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ;
- কর-জিডিপি হার ২০৩১ সালে ১১.৫৬% ও ২০৪১ সালে ১৬.০১% উন্নীতকরণ;
- স্থানীয় শিল্পের বিকাশ, প্রতিরক্ষণ ও বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি;
- আমদানি বিকল্প স্থানীয় শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ;
- ক্রমবর্ধমান শিল্প খাতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল তৈরীতে সহায়তা প্রদান;
- ২০৩১ সালের মধ্যে রাজস্ব আদায়ের পরিমান ৯,৮৯,৯৮৮ কোটিতে উন্নীতকরণ;
- রাজস্ব সংক্রান্ত সকল সেবার অটোমেশন নিশ্চিতকরণ;
- নতুন উদ্যোক্তা তৈরীতে প্রণোদনা প্রদান;
- মেইড-ইন বাংলাদেশ ও ব্রান্ডিং বাংলাদেশ কনসেপ্ট এগিয়ে নেওয়া।

৫.০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কর্মকৌশল:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য বাস্তবসম্মত ও তিনটি কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে:

- কর্মকৌশল-১: ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশন
- কর্মকৌশল-২: করনেট সম্প্রসারণ
- কর্মকৌশল-৩: প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

৫.১ কর্মকৌশল-১: ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশন:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রধান কর্মকৌশল হচ্ছে সকলস্তরে ডিজিটাল সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। কর প্রদান সহজীকরণ ও রাজস্ব সংক্রান্ত সকল সেবার ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে:

আয়কর অনুবিভাগ	শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগ	ভবিষ্যৎ ডিজিটাল পরিকল্পনা
■ ই-টিআইএন সিস্টেম ■ ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন সিস্টেম ■ ই-রিটার্ন সিস্টেম ■ ই-টিডিএস সিস্টেম ■ অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	■ অ্যাসাইকুডা সিস্টেম ■ প্রি-পেমেন্ট সিস্টেম ■ ইএফডি ■ ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প ■ এ-চালান	■ ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপেয়ার সিস্টেম ■ রিস্ক-বেজড অডিট সিস্টেম ■ বন্ড ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন সিস্টেম ■ বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো ■ অটোমেটেড রিফান্ড সিস্টেম

৫.২ কর্মকৌশল-২: করনেট সম্প্রসারণ:

করনেট সম্প্রসারণ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির অন্যতম ভিত্তি। নতুন করদাতা সনাক্তকরণ ও কর আহরণের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরীর মাধ্যমে কর হার হ্রাসকরণ ও বিদ্যমান করদাতাদের করদায় যৌক্তিকিকরণের জন্য গৃহিত পদক্ষেপ সমূহ:

- বিভিন্ন সংস্থার সাথে ইন্টিগ্রেশন যেমন ডিপিডিসি, বিআরটিএ ইত্যাদি;
- সকল ধরনের সেবা প্রদানে অটোমেশন নিশ্চিতকরণ;
- রিটার্ন দাখিল সহজীকরনের জন্য ই-রিটার্নকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- ৩৮ টি সেবা গ্রহণের বিপরীতে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;
- করপোরেট কমপ্লায়েন্স টাস্কফোর্স গঠনের মাধ্যমে নতুন কোম্পানিদের করের আওতায় আনা হয়েছে;
- তথ্যনির্ভর অভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্গন জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫.২.১ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

করনেট সম্প্রসারণে বিদ্যমান ৮৬ টি উপজেলার পাশাপাশি আরও ১৯৬ টি উপজেলায় আয়কর অফিস স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। Human Behavioural Pattern পর্যালোচনা করে নতুন করদাতা সনাক্তকরণ। আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী (টিআরপি) স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের করদাতারা সহজে কর প্রদানসহ রিটার্ন দাখিলে উদ্বুদ্ধ হবেন। ইতোমধ্যে করনেট সম্প্রসারণে গৃহীত উদ্যোগের ফলে রিটার্নের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

৫.৩ কর্মকৌশল-৩: প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট ৬টি কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে প্রত্যেক কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্টকরণ। কর্মজীবন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন, প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা সুনির্দিষ্টকরণ। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরী। উন্নত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করার মাধ্যমে কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ। সর্বোপরি যথাযথ মূল্যায়ন এর মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণ।

৫.৩.১ প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গৃহীত কার্যক্রম: ইতোমধ্যে কর ক্যাডারের কর্মজীবন প্রণয়ণ করা হয়েছে এবং শুল্ক ও মূসক ক্যাডারের কর্মজীবন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মজীবন পরিকল্পনা অনুযায়ী পদায়ন, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা হচ্ছে। কর এবং শুল্ক ও মূসক ক্যাডারের নতুন সাংগঠনিক কাঠামোর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কর এবং শুল্ক ও মূসক ক্যাডারের নতুন অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা আধুনিক ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ করা হয়েছে। এ ছাড়াও-

- শুল্ক আইন, ১৯৬১ এর পরিবর্তে যুগোপযোগী শুল্ক আইন-২০২২ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- মূসক আইন, ১৯৯১ এর পরিবর্তে যুগোপযোগী মূসক আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- বাংলা আয়কর আইন-২০২২ এর খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে ;
- করদাতাদের রিটার্ন দাখিল সহজীকরণের জন্য সহজ রিটার্ন ফর্ম প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- লিটিগেশন হ্রাসকরণের জন্য অডিট মডিউল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- রাজস্ব আদায়ের নোটিশসমূহ যুগোপযোগী ও করদাতাবান্ধব করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬.০ গৃহীত কর্মপরিকল্পনার সম্ভাব্য অর্জন:

রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ; লক্ষ্য অর্জনে কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং কর্মকৌশল অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সম্ভাব্য অর্জন হবে:

- ২০৩১ সালে পেপারলেস এনবিআর প্রতিষ্ঠা;
- ২০৩১ সালে কর-জিডিপি হার ১১.৮৫ শতাংশে উন্নীতকরণ;
- ২০৩১ সালে মধ্যে ব্যাপকহারে করনেট সম্প্রসারণ;
- রাজস্ব সংক্রান্ত সকল সেবার অটোমেশন নিশ্চিতকরণ;
- দক্ষ, অনুপ্রাণিত ও আইটি জ্ঞান সম্পন্ন কার্যকর জনবল তৈরী;
- খুচরা ব্যবসা পর্যায়ে মূসক আদায়ে শতভাগ ইএফডি মেশিন স্থাপন;
- পরিকল্পিত ও কার্যকর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ;
- সর্বোপরি, ২০৩১ সালে ৯,৮৯,৯৮৮ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মকৌশল ও সম্ভাব্য অর্জন ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ কে একটি সুখী, সমৃদ্ধশীল ও উন্নত দেশ গঠনে সহায়তা করবে। এজন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ধারণ করে –

আমরা বদলে যাবো
আমরা বদলে দেবো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী 'রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩' অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। একই সময়ে ঢাকার আগারগাঁতে নবনির্মিত রাজস্ব ভবনের উদ্বোধন হচ্ছে, যা রাজস্ব সম্মেলনকে আরও অর্থবহ এবং স্মরণীয় করে রাখবে। এই শুভক্ষণে আমি দেশের জনগণ, করদাতা, রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা- কর্মচারীগণসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান স্বাধীনতার পর অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ধারাবাহিক উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭২ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।

আওয়ামী লীগ সরকারের গত ১৪ বছর